এ সপ্তাহের খুৎবা-

আকাশ মালিক

(বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের রেকর্ডকৃত বক্তব্য অবলম্বনে)

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে কাফির-কুফ্ফার, ইহুদী, নাসারাদের ঘরে জম্ম না দিয়ে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে (আশরাফুল মখলুকাত) ধর্ম-গ্রন্থের শ্রেষ্ট ধর্ম-গ্রন্থ আল্-কোরআন দিয়ে, নবী কুলের শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত বানিয়ে, সকল জাতীর শ্রেষ্ট জাতী মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

খৃষ্টানদের ধর্মোৎসব খ্রীষ্টমাসের সময়ে অনেক মুসলমানগণ তাদের ঘরে ও ব্যবসায় আলাকসজ্বা করে, নিজেদের মাঝে কার্ড, উপহার বিতরণ করে, প্রকারান্তরে তাদের ধর্মের সত্যতা স্বীকার করে নিচ্ছেন। অন্যান্য ধর্ম ও তাদের ধর্ম-গ্রন্থ গুলোই যদি সত্য-সঠিক হতো, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম বা কোরআন ছাড়া অন্য ধর্ম-গ্রন্থ অনুসরণ করে যদি বেহেস্তে যাওয়া যেতো তাহলে ইসলাম বা কোরআনের কোন প্রয়োজন হতোনা। আমাদের নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর পুর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের ধর্ম-গ্রন্থ ছিল বিশেষ এলাকার বিশেষ গোত্রের লোকের জন্যে, পক্ষান্তরে ইসলাম ও কোরআন হলো সারা বিশ্বের মানুষের জন্যে। শ্রেষ্ট ধর্ম-গ্রন্থ কোরআন কি? এ ব্যাপারে সুরা বনী-ইসরাইলে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আ-লামীন বলছেন-

সুরা - বনী-ইসরাইল আয়াত (৯)

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

- নিশ্চয়ই এই কোরআন বিশ্বাসীদের জন্য একটি সঠিক নির্দেশনামা, আর মুমিনদের যারা ভাল কাজ করে, তাদের জন্য ঘোষনা করে পরকালে মহা পুরস্কার।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- ‘আর মুমিনদের যারা ভাল কাজ করে, তাদের জন্য (কোরআন) ঘোষনা করে পরকালে মহা পুরস্কার’। তার অর্থ এই নয় যে, কোরআন ব্যতিত অন্য ধর্ম-গ্রন্থানুসারীগণ ভাল কাজের জন্যে বেহেস্তে যেতে পারবেন। অন্য ধর্ম-গ্রন্থানুসারী কোন সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যে জীবনে কোনদিন মন্দ কাজ করেনি, সারাজীবন মানবসেবায় ব্যয় করেও আখেরী নবীর উম্মত একজন মুমিনের সমান হতে পারবেনা। আখেরী নবীর উম্মত না হওয়ার কারণে বেহেস্তে যেতে পারবেনা। তার উৎকৃষ্ট প্রমান নবীজীর চাচা আবু-তালিব। সারাজীবন নবীজীকে আদরে সোহাগে লালন-পালন করে, নবীজীর দুর্দিনে অকুণ্ঠ সমর্থন দিলেও আবু-তালিব বেহেস্তে যেতে পারবেন না। কারণ তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন নাই। অন্য ধর্ম-গ্রন্থানুসারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে (দঃ)

কঠিন ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলছেন- সুরা বাকারা আয়াত (১২০)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ
حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم
بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

ইহুদি ও খৃষ্টানগণ কখনই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবেনা যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম মেনে নাও। তাদেরকে বলো, আল্লাহর হেদায়েতই (ইসলামী আদর্শ) একমাত্র হেদায়েত, আর তোমার কাছে যা নাজেল হয়েছে তার পরেও তুমি যদি ইহুদি বা খৃষ্টানদের ধর্ম অনুসরণ করো তাহলে তোমাকে সাহায্য বা রক্ষা করার কেউ থাকবেনা।

আজকাল মুসলমান মুসলমানকে 'মেরী খৃষ্টমাস, হেপী খৃষ্টমাস' বলে বড়দিনের শুভেচ্ছা পাঠায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নবী (দঃ) কে বলেন- সুরা বাকারা আয়াত (১৪৫)

وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ
وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ
أَهْوَآءَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٤٥﴾

আর যাদেরকে (ইহুদী, খৃষ্টান) কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যদিও তুমি সকল আয়াত (প্রমান, নিদর্শন) নিয়ে আসো, তবুও তারা তোমার পথ (কিবলাহ্) মানবেনা, আর তুমিও তাদের পথ অনুসরণ করতে পারোনা। আবার তাদের কেউ-কেউ পরস্পরের অনুসারী নয়। আর তোমার কাছে জ্ঞানের যা কিছু এসেছে তারপরেও তুমি যদি তাদের পথ অনুসরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই তুমিও হবে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। And even if you were to bring to the people of the Scripture (Jews and Christians) all the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they would not follow your Qiblah (prayer direction), nor are you going to follow their Qiblah (prayer direction). And they will not follow each other's Qiblah (prayer direction). Verily, if you follow their desires after that which you have received of knowledge (from Allah), then indeed you will be one of the Zalimun (polytheists, wrong-doers, etc.)

কোরআনের আয়াত যারা বিশ্বাস করেনা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

সুরা বাকারা আয়াত (৯৯)

وَلَقَدْ

أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٩٩﴾

আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে সুস্পষ্ঠ কোরআনের আয়াত সমুহ পাঠিয়েছি। কোরআনের আয়াত সমুহে যারা বিশ্বাস করেনা তারাই অবাধ্য, দুর্বৃত্ত।

যারা কোরআন বিশ্বাস করেনা তাদের সাথে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সু-স্পষ্ঠ দিকনির্দেশনাও কোরআনে দেয়া আছে।
সুরা বাকারার (২২১) নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَـٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ
وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

‘আর মুশরিক নারীকে বিয়ে করোনা যতক্ষন পর্যন্ত না সে ঈমান এনেছে, অবশ্যই একজন ক্রীত-দাসী ঈমানদার নারী একজন স্বাধীন (মুশরিক) নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে। আর (তোমাদের মহিলাগনকে) বিয়ে দিওনা মুশরিকদের সাথে, যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে, নিশ্চয়ই একজন ঈমানদার গোলাম একজন স্বাধীন মুশরিকের চেয়ে ভাল যদিও সে তোমাদেরকে তাজ্জব করে দেয়। এইসব আমন্ত্রণ করে দোজখের প্রতি আর আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় আহ্বান করেণ পরিত্রাণ ও বেহেস্তের দিকে, এবং তিনি তাঁর নির্দেশাবলী মানুষের জন্যে সুস্পষ্ট করে দেন, যেন তারা বুঝতে পারে’। And do not marry Al-Mushrikat (idolatresses, etc.) till they believe (worship Allah Alone). And indeed a slave woman who believes is better than a (free) Mushrikah (idolatress, etc.), even though she pleases you. And give not (your daughters) in marriage to Al-Mushrikun till they believe (in Allah Alone) and verily, a believing slave is better than a (free) Mushrik (idolater, etc.), even though he pleases you. Those (Al-Mushrikun) invite you to the Fire, but Allah invites (you) to Paradise and Forgiveness by His Leave, and makes His Ayat (proofs,

evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) clear to mankind that they may remember.

ইহুদী, খৃষ্টানগণ বেহেস্তে যাবে এমন প্রমানও তাদের কাছে নেই। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ আরো বলেন- সুরা বাকারা আয়াত (১১১)

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

আর তারা বলে ইহুদী, খৃষ্টান ব্যতিত কেউ বেহেস্তে যেতে পারবেনা। এসব তাদের বৃথা কল্পনা। বলো 'তোমাদের প্রমান নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

আবার ফিরে যাই সুরা বনি-ইসরাইলের ৯নং আয়াতে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ বলেছেন-

'মুমিনদের যারা ভাল কাজ করে'। মুমিন কারা? যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্র ওপর, বিশ্বাস করে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র নবী, আর বিশ্বাস করে কোরআন আল্লাহ্র বাণী। এর কোন একটিকে অবিশ্বাস করলে সে মুমিন থাকেনা।

'মুমিনদের জন্য পরকালে মহা পুরস্কার।' কি সেই মহা পুরস্কার? সুরা আর্-রাহমানে আল্লাহপাক বলছেন-

(৪৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখে তার জন্যে রয়েছে দুটি বাগান।

(৪৮) উভয় বাগানই ঘন পল্লব-বিশিষ্ঠ।

(৫০) উভয় বাগানের নীচ দিয়ে প্রবাহিত স্রোতধারা।

(৫২) উভয় বাগানের ফল হবে বিভিন্ন রকমের।

(৫৪) তারা (বেহেস্তিরা) তথায় রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে আর উভয় বাগানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে।

(৫৬) সেথায় থাকবে স্ব-লাজ্জ, নম্র, আনত-নয়না সুন্দরী রমণীগন, যাদেরকে পুর্বে কোন মানুষ বা জীন ব্যবহার করেনি।

(৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগন।

(৬০) উত্তম পুরুস্কার ব্যতিত সৎ কাজের প্রতিদান কি হতে পারে?

(৬২) এ ছাড়া আরো দুটি বাগান আছে।

(৬৪) কালোমত ঘন সবুজ।

(৬৬) উভয়ের মধ্যে রয়েছে উচ্ছলিত প্রস্রবণ।

(৬৮) তথায় আছে ফল-মুল খেজুর ও আনার।

(৭০) আর আছে সচ্চরিত্রা সুন্দরী নারীগণ।

(৭২) তাঁবুতে অবস্থানকারী হুরীগণ।

(৭৪) কোন মানুষ বা জীন তাদেরকে পুর্বে স্পর্শ করেনি।

(৭৬) তারা (বেহেস্তিরা) সবুজ মসনদে উৎকৃষ্ট গালিচায় হেলান দিয়ে বসবে।

(৭৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভুর কোন্-কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

(৭৮) কত পুণ্যময় তোমার প্রভুর নাম, যিনি দয়াময় ও মহানুভব।

হুরীগণের বর্ণনায় হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, তাদের কোন একটি আঙ্গুলের নখ যদি দুনিয়ার আকাশে প্রদর্শন করা হয়, সৌরজগতের সকল সুর্য্য, তারা-নক্ষত্রের আলো ম্লান হয়ে যাবে। হুরীগণের নম্র-কোমল শরীরের চামড়া এতই পাতলা মসৃন ও স্বচ্ছ স্ফটিকের মত পরিস্কার যে, খোলা চোখে তাদের শরীরে হাড়ের ভেতরের মজ্জা (Bone marrow) পর্যন্ত দেখা যাবে। তবে ঐ সুন্দর বাগান, ঘন-সবুজ উৎকৃষ্ট রেশমী গালিচা, ফল-মুল খেজুর-আনার, উচ্ছলিত প্রস্রবণ, প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণী, শুধুমাত্র তাদের জন্যে যারা কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী, মোহাম্মদকে (দঃ) আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ট-শেষ রাসুল ও ইসলামকে সত্য-সঠিক ধর্ম বলে মেনে নিয়েছে।

চলবে-